স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সরকারি অনুদান বার্ষিক ২ কোটি টাকায় বৃদ্ধির আবেদনে রাজ্যব্যাপী রিলে পদযাত্রা ও সমাবেশ

১১ জানুয়ারি থেকে ১৭ই জানুয়ারি, ২০২৪

নির্ধারিত মানচিত্র মেনে রাজ্যব্যাপী বিস্তৃত হোমের আঞ্চলিক কেন্দ্র ও প্রস্তুতি কমিটি স্তরে ৩০টির বেশি স্থানে পদযাত্রা ও সমাবেশ হবে। অন্যত্রও হোমের শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুদের উদ্যোগে অনুরূপ কর্মসূচি হবে। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ১৭ জানুয়ারি কলকাতায় হবে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি।

প্রাক্ কথন ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্যাস-পুষ্ট এই স্টুডেন্টস হেলথ হোম ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত। কলকাতায় মৌলালির মোড়ে ৫০ শয্যার হাসপাতাল ছাড়াও সারা বাংলায় এর ৩০ অধিক আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। এর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নিয়ে তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র 'কিন্তু গল্প নয়' যা এখন ইউ টিউবে নিখরচায় দেখতে পাওয়া যায়। ৭২ বছর ধরে মূলত ছাত্রছাত্রীদের নিরাময় ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিসেবায় নিয়োজিত এই সংগঠন অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবিলার জন্য ২০২২-এর ৭ই এপ্রিল থেকে এর হাসপাতাল পরিসেবা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে ন্যায্য মূল্যের বিনিময়ে। বহু আধুনিক পরিসেবা, এমনকি ICUও রয়েছে। লক্ষ্য সাধ্যের মধ্যে সাধ্যাতীত চিকিৎসা প্রদান করে হোমকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করা, যাতে ছাত্রছাত্রীদের নগণ্য মূল্যে চিকিৎসার শাশ্বত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। অতীতে যে সরকারি অনুদান হোম অর্জন করেছিল তার সাথে সাযুজ্য রেখে, সেই অনুদান বাৎসরিক ২কোটি টাকায় বৃদ্ধির ঐকান্তিক আবেদন নিয়ে এই পদযাত্রা ও সমাবেশ।

মূল স্লোগান - হাঁটো ছাত্র স্বার্থে, হাঁটো হোমের স্বাস্থ্যে

অন্য স্লোগান— ● হাঁটো সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে, বাঁধো মানবতার বন্ধনে। ● হাঁটো শিক্ষক ও চিকিৎসক সম্মানে। ● হাঁটো হোম হাসপাতালের প্রচারে।

পথ পরিকল্পনা - (পদযাত্রা ও সমাবেশ)

- ১১ জানুয়ারি ২০২৪ সকাল : কোচবিহার ও শিলিগুড়ি এবং পুরুলিয়া
- ১১ জানুয়ারি ২০২৪ বিকাল : জলপাইগুড়ি
- ১২ জানুয়ারি ২০২৪ সকাল : কালিয়াগঞ্জ, বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর এবং বাঁকুড়া
- ১২ জানুয়ারি ২০২৪ বিকাল : রায়গঞ্জ
- ১৩ জানুয়ারি ২০২৪ সকাল : জিয়াগঞ্জ, জঙ্গিপুর, কান্দি, ডোমকল, মালদা ও রামপুরহাট এবং কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ
- ১৩ জানুয়ারি ২০২৪ বিকাল : বহরমপুর এবং রাণীগঞ্জ
- ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ সকাল : ঝাড়গ্রাম ও চন্দননগর
- ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ বিকাল : কাটোয়া ও বর্ধমান
- ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ সকাল : ঝাড়গ্রাম
- ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ বিকাল : চুঁচুড়া ও মেদিনীপুর
- ১৫ জানুয়ারি ২০২৪ : সুন্দরবনের দ্বীপগুলি থেকে ফেরি নৌকা বা লঞ্চে কাকদ্বীপ, ক্যানিং ও বসিরহাটে সমবেত হওয়া।
- হাবড়ায় যেহেতু ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ রাজ্য উৎসব তাই তারিখ এখনই ঠিক করা হচ্ছে না।
- আমতা, ডোমজুড়, বেলঘরিয়া, বালি, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, ডানকুনি, কলকাতা, বেহালা, উত্তর কলকাতা এবং চম্পাহাটিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির প্রস্তুতিতে সভা/সমাবেশ হবে।
- **১৭ জানুয়ারি ২০২৪ : কলকাতায় স্টুডেন্টস হেলথ হোম থেকে ধর্মতলা পদযাত্রা ও সমাবেশ। দুপুর ২টোয় সূচনা।**

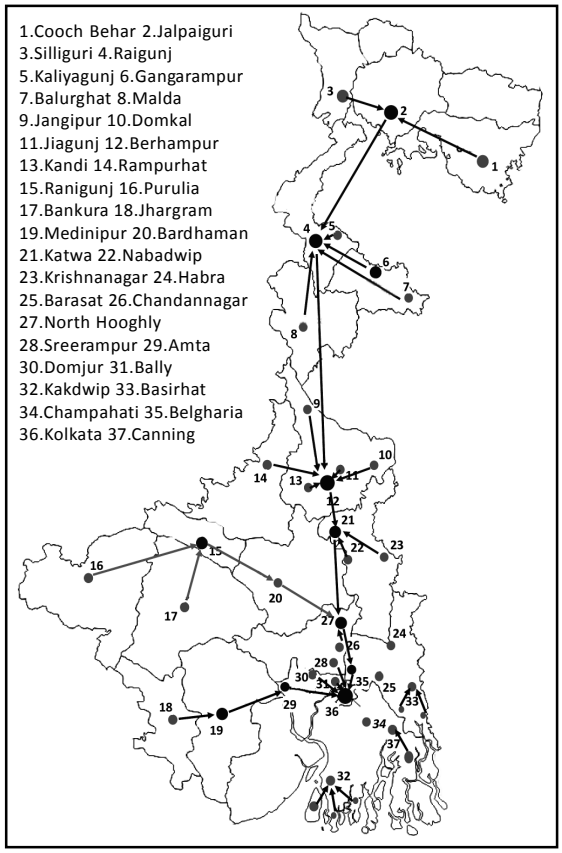

স্টুডেন্টস হেলথ হোম
১৪২/২, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-১৪
যোগাযোগ: ০৩৩২২৪৯২৮৬৬ / ৯০৭৩৪৯২৮৬৬/ ৯০০৭২৭২৮৬৬
ইমেল: healthhome1952@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.studentshealthhome.com

হাঁটো ছাত্র স্বার্থে, হাঁটো হোমের স্বাস্থ্যে

স্টুডেন্টস হেলথ হোম এরাজ্যের স্বাস্থ্য মানচিত্রে একটি উজ্জ্বল নাম। দীর্ঘ সাত দশকের বেশি ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে হোমের ধারাবাহিক ও বিপুল কর্মকান্ড স্কুল কলেজের গন্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর জনসমাজে সমাদৃত। সম্প্রতি ছাত্র স্বাস্থ্য পরিসেবায় উৎকর্ষের স্বীকৃতি স্বরূপ আনন্দ স্বাস্থ্য সম্মান পেয়েছে স্টুডেন্ট হেলথ হোম।

● সাধারণ স্বাস্থ্য সচেতনতা ● মানসিক স্বাস্থ্য কর্মশালা ● লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ● রক্তদান ● থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ ● 'হাতেকলমে' স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রশিক্ষণ ● কোভিড যুদ্ধ ● আইলা বা ইয়াসে ত্রাণ—প্রভৃতি বহুবিধ কর্মকান্ড অবিরত চলছে রাজ্য জুড়ে তিরিশের বেশি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে, মৌলালীর মূল কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে। সাথে অতি সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে সর্বসাধারণের জন্য ২৪ × ৩৬৫ আধুনিক হাসপাতাল। সেখানে এবার মিলছে অসুস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি সর্বসাধারণের চিকিৎসা। শুরু হয়েছে আই সি ইউ পরিসেবা। সব মিলিয়ে আমজনতার সাধ্যের মধ্যে সাধ্যাতীত পরিসেবা। এ হেন প্রতিষ্ঠানের সরকারি অনুদান বিগত এক দশকে তলানিতে ঠেকেছে।

তাই সরকারি বার্ষিক অনুদান ২ কোটি টাকা করার বিনম্র আবেদনে বিগত ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ হোম তার প্রতিষ্ঠা দিবসে মৌলালি যুবকেন্দ্রের সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। সেখানে বিশিষ্ট জনেরা যা বললেন—

শ্রী বিমান বসু, *স্টুডেন্টস হেলথ হোমের আজীবন সদস্য ও সুহৃদ*

''ডাঃ অরুণ সেনের থেকে শোনা আর জি. কর. মেডিক্যাল কলেজে প্রথমে ১১ জন পরে ১৫ জন এবং তার পরে ৫৫ জন আলোচনা করে ছাত্রদের জন্য হেলথ হোমের মতো একটি সংগঠন করার কথা ভাবেন। তাঁদের শিক্ষকরা, অনেক বিশিষ্ট চিকিৎসক তাদের উৎসাহিত করেন। ডাঃ অমিয় বসুর বাড়িতে প্রথম সভা হয় এবং প্রথম বড় সভাটি হয় ডাঃ নীহার মুন্সির বাড়িতে। তার পরে ১৯৫২ সালে হেলথ হোম গড়ে ওঠে ৪৪/১, ক্রিক রো-তে, ভাড়া বাড়িতে। বহু মানুষের রক্তদানের মাধ্যমে হোমের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। এখনো স্বেচ্ছা রক্তদানের মাধ্যমে সামাজিক কাজে আগুয়ান রয়েছে তার জন্যে বঙ্গীয় সমাজ সর্বদা ঋণী স্টুডেন্টস হেলথ হোমের কাছে।''

শ্রী অশোক গাঙ্গুলী, *সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি*

''প্রায় ৭২ বছর ধরে যেভাবে স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসাকে দূরে সরিয়ে রেখে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে এই প্রতিষ্ঠান ছাত্র ও মানুষের কল্যাণের জন্যে যেভাবে সততার সাথে, সুন্দরভাবে, ও সর্বতোভাবে কাজ করছে তা অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। এইরকম একটা সংস্থাকে সরকারের উচিত সাহায্য করা।''

শ্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য, *রাজ্যসভা সদস্য*

''এই সংগঠনের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় এই সংগঠন এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে যার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠান রক্তদানকে এক সামাজিক বিপ্লবে পরিণত করে ইতিহাস তৈরি করেছে''

শ্রী স্বপ্নময় চক্রবর্তী, *সাহিত্যিক*

''এই প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে এসে সবাই ঘরের মতো সুবিধা পায়। তাই সরকারি অনুদান দিলে সরকারেরই সুবিধা কারণ এই প্রতিষ্ঠান সরকারের অনেকটা কাজ করে দিচ্ছে।''

শ্রী ভাস্কর গাঙ্গুলী, *প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবল অধিনায়ক*

''ছাত্রছাত্রীদের শরীরচর্চা ও ক্রীড়ায় হেলথ হোম সবসময় উৎসাহ দিয়ে এসেছে। অতীতে হেলথ হোমের উদ্যোগে বড়ো ম্যাচ হয়েছে। কলকাতায় সেরকম কোনো বড়ো স্পোর্টস ইভেন্ট করতে পারে হেলথ হোম। সেক্ষেত্রে আমিও সাধ্যমত পাশে থাকব। এরকম একটা সংগঠনের পাশে সকলের থাকা দরকার।''

শ্রী পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, *অভিনেতা ও চিত্রনাট্যকার*

''আমি আমার বাবা, ৯১ বছরের একাকী মানুষকে হেলথ হোমে ভর্তি করেছিলাম। যে আন্তরিকতা ঘরের মধ্যে পাওয়া যায় সেই আন্তরিকতাই হেলথ হোমে অনুভূত হয়, যার জন্যে সাধারণ মানুষ ও হেলথ হোমের মধ্যে এক অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠছে। এটা সম্ভব হয়েছে এক সুস্থ স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানের মাধ্যমে।''

শ্রী বাদশা মৈত্র, *অভিনেতা*

''এখানে ডাক্তাররা যে মানসিকতা নিয়ে চিকিৎসা করেন, যে পরিসেবা দিয়ে থাকেন সেই পরিসেবা পশ্চিমবঙ্গে খুব কম বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়। সরকারি হাসপাতালে যে পরিমাণ ভিড় হয় এবং রুগিরা যে পদ্ধতিতে কলকাতায় আসে তা অজানা নেই, সেখানে স্টুডেন্টস হেলথ হোম পুরো রাজ্যে ছড়িয়ে আছে, তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি বাড়ানো যায় তবে সবার উপকার হবে।''

এবার সেই আবেদন নিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান, রিলে পদযাত্রা ও সমাবেশ—রাজ্যজুড়ে ১১ থেকে ১৭ই জানুয়ারী, ২০২৪। স্লোগান উঠেছে ''হাঁটো ছাত্র স্বার্থে, হাঁটো হোমের স্বাস্থ্যে''। আপনিও এগিয়ে আসুন, পা মেলান।

ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায়	ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য	ডাঃ পবিত্র গোস্বামী
সভাপতি	কার্যকরী সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক

স্টুডেন্টস হেলথ হোমের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী কর্তৃক ১৪২/২ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত ও পান প্রিন্টার্স কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।